পাটের ভরা মৌসুমে মুজিবনগর পাট অফিস বন্ধ

একসময়ের সোনালী আঁশ খ্যাত পাট। পাটের সেই সোনালী অতীত না থাকলেও এখনো অনেক কৃষকই ধরে রেখেছে এই আবাদ পাট চাষীদের নিয়ে কাজ করে মুজিবনগর উপজেলায় একটিমাত্র অফিস উপসহকারী পাট উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয় যেটি মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের ঠিক বিপরীতে অবস্থিত। গত ৩ দিন ধরে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে তালা খোলা হয়নি এই অফিসের।

গতকাল বুধবার দুপুরে উপ-সহকারী পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা রাশেদুল ইসলামকে ফোনে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন গতকাল বুধবার তিনি ছুটিতে আছেন এবং গত মঙ্গলবার তিনি জেলা পাট কর্মকর্তার সাথে ছিলেন। এই অফিসের অফিস সহকারীর বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, তিন দিন যাবত তিনি ছুটিতে আছেন। অফিস সহকারীকে মোবাইল ফোনে কয়েকবার যোগাযোগ করলেও পাওয়া যায়নি। নিয়মমাফিক অফিস না করার বিষয়ে উপ-সহকারী পাট কর্মকর্তা রাশেদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আজ নতুন নয়। নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন কৃষক পাটের বীজ সার সহ প্রণোদনা ও প্রশিক্ষণে পক্ষপাতিত্যের অভিযোগ তোলেন ।

গত কয়েক বছর পাটের দাম আশানুরূপ না পেলেও এবছর কাঙ্খিত দামের আশা করছেন মুজিবনগর এর চাষিরা। তারা বলছেন ছোটো খাটো সমস্যা নিয়ে আসলে পাওয়া যায় না এই কর্মকর্তা কে।

এ বিষয়ে জেলা পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা বলেন তাদের ছুটির বিষয়ে তিনি কোন কিছু জানেন না। বিনা অনুমতিতে অফিস না করায় তাদেরকে শোকজ করা হবে।

জেলায় মোট পাটের আবাদ হয়েছে ১৭৬৫৫ হেক্টর জমিতে এর মধ্যে মুজিবনগরে আবাদ হয়েছে ২৫০০ হেক্টর জমিতে।

মেহেরপুর সমবায় ব্যাংক লিমিটেডের নবনির্বাচিত কমিটির দায়িত্ব গ্রহণ

মেহেরপুর সমবায় ব্যাংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা কমিটির নবনির্বাচিত সদস্যরা আজ বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।
দুপুরে ব্যাংকের কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তারা দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

গত ২৮ জুন অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সভাপতি পদে মোহা. হাফিজুর রহমান ও মোঃ আবু তালেব বিদা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সহ-সভাপতি পদে নির্বাচিত হন।

সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ (সংশোধিত ২০২০) এর ৩২(১) বিধি অনুযায়ী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন দুইজন সদস্য মো. শহীদুল্লাহ এবং এস. এম. ফয়েজ।

দায়িত্ব গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নির্বাচন কমিটির সভাপতি মো. মাহবুবুল হক এবং সদস্য মো. জামিয়ে আলম ও মো. সাইফুর রহমান, কমিটির সাবেক সভাপতি নূরুল ইসলাম প্রমুখ।

নতুন কমিটির সদস্যদের ফুলেল শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানানো হয়।

মেহেরপুরে জেলা বিএনপি’র মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরে জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বিকেল ৫টায় জেলা বিএনপির কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আলহাজ্ব জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের সঞ্চালনায় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আমিরুল ইসলাম, যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মদসহ আহ্বায়ক কমিটির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

মতবিনিময় সভায় সদর উপজেলা বিএনপি, পৌর বিএনপি ও জেলা বিএনপির সম্মেলন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

পাশাপাশি, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ওয়ার্ড থেকে ইউনিয়ন পর্যন্ত দলীয় নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানানো হয়।

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক পেরেশান গ্রেফতার

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশানকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা গোয়েন্দা পুলিশের একটি টিম।

মঙ্গলবার রাতে ঢাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে।

পেরেশানের চাচাত ভাই রেজাউর রহমান নান্নু জানান, ঢাকা থেকে তাকে গোয়েন্দা পুলিশ গ্রেফতার করেছে । তবে কোন মামলায় গ্রেফতার করেছে বা তাকে আদালত তোলা হয়েছে কিনা জানতে পারা যায়নি বলে তিনি জানান।

মুজিবনগরে কৃষক পর্যায়ে প্রণোদনা ও পুনর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্বোধন

মুজিবনগরে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রোপা আমন, শাকসবজি, গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ, ক্ষতিগ্রস্ত কলা, এয়ার ফ্লো মেশিন ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদনের জন্য পেঁয়াজ বীজ (কন্দ) কৃষক পর্যায়ে প্রণোদনা ও পুনর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়নের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার সকালে উপজেলা পরিষদ চত্বরে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন ও মুজিবনগর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে, উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল মোমিন এর সভাপতিত্বে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই প্রণোদনা ও পুনর্বাসন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা তারিক আজিজ, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুক প্রিন্স।
২০২৪-২৫ অর্থবছরের উপজেলার ১১শত ৩০ জন প্রান্তিক কৃষক কে ৫ কেজি ধান বীজ, ডিএপি ১০ কেজি এবং ১০ কেজি এমওপি সার বিনামূল্যে প্রদান করা হয়েছে।

কৃষি প্রণোদনার আওতায় পেঁয়াজ এর উৎপাদন বাড়াতে এবং পেঁয়াজ সংরক্ষণের জন্য ৩ হাজার প্রান্তিক চাষীকে ১ কেজি করে পেয়াজ বীজ, ডিএপি সার ২০ কেজি, এমওপি সার ২০ কেজি এবং ১ কেজি বালাইনাশক প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া পেঁয়াজ সংরক্ষণের জন্য ৩০ জন চাষীকে এয়ার ফ্লো মেশিন প্রদান করা হয়েছে।

দেশীয়ভাবে পেঁয়াজের বীজ (কন্দ) উৎপাদনের জন্য কৃষি প্রণোদনার আওতায় ৫০ জন পেঁয়াজ বীজ চাষীকে ১৬০ কেজি করে বীজ পেঁয়াজ, ২০ কেজি ডিএপি, ২০ কেজি এমওপি সার এবং ১ কেজি বালাইনাশক প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া উপজেলায় শাকসবজির উৎপাদন বাড়াতে ২শত ২৫গ্রাম করে ৫ রকমের শাক সবজির বীজ, ৫ কেজি ডিএপি এবং ৫ কেজি এমওপি সার বিতরণ করা হয়েছে।

পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় কালবৈশাখী ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ১হাজার কলা চাষীদের মাঝে ১০ কেজি ইউরিয়া, ২০ কেজি ডিএপি, ১০ কেজি এমওপি, ১ কেজি দস্তা, ১ কেজি বোরণ এবং ২ কেজি কীটনাশক বিতরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে গরু-সবজি ব্যবসায়ীদের ওপর ডাকাতি, বোমা বিস্ফোরণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার পোড়াপাড়া-যুগিন্দা রোডে গরু ও সবজি ব্যবসায়ীদের ওপর হামলা চালিয়ে ডাকাতি করেছে দুর্বৃত্তরা। এ সময় দুটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে প্রায় ৫০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয় তারা। ব্যবসায়ীদের কয়েকজনকে মারধরও করা হয়েছে।

ঘটনাটি ঘটে আজ মঙ্গলবার (১ জুলাই) রাত দশটার সময়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গাংনী বাজার থেকে ব্যবসা শেষে বাড়ি ফিরছিলেন কয়েকজন গরু ও সবজি ব্যবসায়ী। পথে পোড়াপাড়া-যুগিন্দা সড়কের নির্জন এলাকায় ওৎ পেতে থাকা ডাকাত দল তাদের গতিরোধ করে। প্রথমে দুটি বিস্ফোরণের মাধ্যমে আতঙ্ক সৃষ্টি করে, পরে ব্যবসায়ীদের মারধর ও লুটপাট চালায়।

খবর পেয়ে গাংনী থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জানান, “ঘটনার তদন্ত চলছে। দোষীদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে অভিযান শুরু হয়েছে।”

মেহেরপুরে কৃষি প্রণোদনার বীজ, সার ও গাছের চারা বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসন ও সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের খরিফ-২ মৌসুমে কৃষি প্রণোদনার আওতায় বিনামূল্যে গ্রীষ্মকালীন সবজির বীজ, রাসায়নিক সার এবং চারা বিতরণের উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১১ টায় সদর উপজেলা পরিষদ হল রুমে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা কৃষি অফিসার মনিরুজ্জামানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম, প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ফারুক উদ্দিন, সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা ফাতেমা কামরুন্নাহার আঁখি, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা রাকিব উদ্দিন এবং উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা জাকারিয়া পারভেজ প্রমুখ।

উপজেলা কৃষি অফিস থেকে জানা গেছে, মেহেরপুর সদর উপজেলায় মোট ১ হাজার ৬৮০ জনকে ৫ কেজি করে বীজ, ১০ কেজি করে ডিএফপি সার, ১০ কেজি করে এম ও পি সার, ১ হাজার ৫০ টি নারকেলের চারা, ২৫০ জনকে আমের চারা, ২ হাজার ৫শ জনকে নিম, বেল, জাম, কাঁঠালের চারা, ১ হাজার কলাচাষীর মধ্যে ১০ কেজি ইউরিয়া সার, ২০ কেজি করে ডিএপি, ১০ কেজি করে এম ও পি, ১০ কেজি জিং সালফেট, ১ কেজি করে, ১ কেজি করে বোরন সার, ১২ কেজি বালাই নাশক এবং ৫শ জনকে সারসহ তালের চারা বিতরন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র রিটন ঢাকা থেকে গ্রেফতার

মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটনকে ঢাকার দিয়াবাড়ি এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। তবে তাকে কোন মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

রিটনের পারিবারিক সূত্র গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মাহফুজুর রহমানের রিচনের শ্যালক আরিফুর রহমান জানান, সাবেক মেয়রকে রাতে ঢাকার ডিবি পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তবে কোন মামলায় গ্রেফতার করেছে আমরা জানিনা। আজ দুপুর পর্যন্ত তাঁকে আদালতে চালান দেওয়া হয়েছে কিনাও পরিবার জানেনা।

এদিকে, মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) মো: জামিনুর রহমান খান বলেন, আমাদের কাছে সাবেক মেয়রের গ্রেফতার কোন কাগজপত্র আসেনি।

মাছ শুধু পাতে নয়, উঠে আসে সাহিত্যে, কবিতায়, উপকথায়

নদীর দেশ, জল-জঙ্গলের কোল ঘেঁষা এক সবুজ ভূখণ্ড তারই নাম বাংলা। আর এই বাংলার হৃদয়জুড়ে যে দুটি শব্দ যুগ যুগ ধরে স্পন্দিত হয়েছে, তা হলো মাছ ও ভাত। “মাছে ভাতে বাঙালি” শুধু একটি প্রবাদ নয়; এটি এক কালের স্বাদ, মাটির গন্ধ, মায়ের হাতের রান্না, আর চিরন্তন বাঙালিয়ানার প্রতিচ্ছবি। বাংলা ভাষায় বহুল প্রচলিত একটি প্রবাদ-“মাছে ভাতে বাঙালি”। এই প্রবাদটি যেন বাঙালির দৈনন্দিন জীবনযাপন, খাদ্যাভ্যাস এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ের এক সহজ অথচ গভীর প্রতিচ্ছবি। বাঙালির কাছে মাছ ও ভাত শুধু খাদ্য নয়, বরং তা এক আবেগ, এক ঐতিহ্য, এক জীবনের দর্শন। একসময় ছিল নদী, খাল, বিল, পুকুরে

পরিপূর্ণ।

সেখানে মাছের প্রাচুর্য ছিল স্বাভাবিক বিষয়। ফলে ঐতিহ্যগতভাবেই মাছ হয়ে উঠেছে বাংলার মানুষের প্রিয় খাদ্য। অন্যদিকে ধানচাষ প্রধান অর্থনীতি হওয়ায় ভাত বাঙালির প্রধান আহার। এই দুইয়ের সমন্বয়েই গড়ে উঠেছে এক অনন্য খাদ্যসংস্কৃতি, যা অন্য কোনো অঞ্চলের মানুষের মধ্যে এতটা গভীরভাবে দেখা যায় না।

এই মাটি ভিজে থাকে শ্রাবণের জলে, আর নদীর বুকে খেলে বেড়ায় রূপালি ইলিশ। ঢেঁকিতে ভাঙা চালের গন্ধে মিশে যায় মেঘলা আকাশের আহ্বান। গৃহিণীর কড়াইতে যখন সরষে ফোঁড়ন পড়ে, তখন মনে হয় এ এক অলৌকিক সঙ্গীত। শিশুর প্রথম দুধভাত থেকে বৃদ্ধের শেষ আহার- সবকিছুতেই থাকে ভাত আর মাছের ছোঁয়া।

বাংলার পদ্মা, মেঘনা, যমুনা এই নদীগুলি শুধু জল নয়, প্রাণ। তারা বয়ে আনে মাছের ভাণ্ডার, বাঙালির জীবনের চিরন্তন উপহার। কখনও তা ইলিশের রাজারি, কখনও রুই-কাতলার রাজনীতি। কখনও ঝোলে ডোবা পুঁটি, কখনও ভাজা চিংড়ির সুবাস। ইলিশ, রুই, কাতলা, পুঁটি, শোল, পাবদা, ট্যাংরা, এমন কত রকমের মাছ যে বাঙালির রসনাকে মোহিত করেছে! ইলিশের সরষে বাটা, রুই মাছের কষা, ট্যাংরার ঝোল, পাবদা মাছের দই-পোস্ত বা চচ্চড়ি, এসব শুধু পদের নাম নয়, প্রতিটিই একটি করে আবেগ, একেকটি পরিবারের স্মৃতি, ভালোবাসার মুহূর্ত। প্রতিটি রন্ধনে মিশে থাকে ভালবাসা, স্মৃতি আর ইতিহাস।

মাছ শুধু পাতে নয়, উঠে আসে সাহিত্যে, কবিতায়, উপকথায়। রবীন্দ্রনাথের “মাছের ঝোল” আর বিভূতিভূষণের গ্রামীণ গল্পে ভাতের সঙ্গে টাটকা শোল মাছ যেন জীবনের প্রতিচ্ছবি। কবি-সাহিত্যিকদের লেখায় মাছ ও ভাতের প্রসঙ্গ এসেছে বহুবার। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে আজকের লেখকরাও বাঙালির খাদ্যসংস্কৃতির কথা তুলে ধরেছেন।

গ্রামবাংলার সন্ধ্যায় পুকুরঘাটে জাল টেনে ওঠে শুধু মাছ নয়, ওঠে পারিবারিক গল্প, ভালবাসা আর গ্রামীণ জীবনের নিঃশব্দ ছন্দ। তবে “মাছে ভাতে বাঙালি” শুধু খাদ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাঙালির সংস্কৃতি, সামাজিকতা ও সাহিত্য। বাঙালির বিয়ে-শাদিতে, উৎসব-অনুষ্ঠানে মাছের উপস্থিতি যেন বাধ্যতামূলক। নববধূর বাড়িতে মাছ পাঠানো, অতিথি আপ্যায়নে মাছের কদর, এমনকি পূজার ভোগেও মাছের উল্লেখ, এসবই এই সংস্কৃতির অংশ।

উৎসব-অনুষ্ঠান মানেই বাঙালির রান্নাঘরে মাছের উল্লাস। বিয়ের পদে বড় রুই মাছ যেন নবদম্পতির সুসম্পর্কের প্রতীক। পয়লা বৈশাখে ইলিশ ভাত যেন নতুন বছরের প্রতিশ্রুতি। এমনকি “মাছে-ভাতে মেয়ে” বলেই প্রশংসা করা হয় সহজ সরল, গৃহস্থালি জীবন ভালোবাসা মেয়ের।

বিদেশ বিভুঁইয়ে থাকা বাঙালিও স্বপ্ন দেখে- এক প্লেট গরম ভাত, তার পাশে ঝালঝোল মাছের গন্ধ। যেন বিদেশের ধোঁয়াটে ব্যস্ত জীবনে একটু ‘বাংলা’র স্পর্শ।

আজকের জগত বদলেছে। চিপস, পিজ্জা, বার্গার এসেছে বাজারে। কিন্তু বাঙালির আত্মা আজও খুঁজে ফেরে সেই কাঁশবনের পাশে মাটির বাড়ি, ধানখেতের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদী, আর দুপুরবেলার সেই গরম ভাতের ধোঁয়া।

যদিও আধুনিক জীবনযাত্রা ও নগরায়ণের ফলে বাঙালির খাদ্যাভ্যাসে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে, তবুও মনের গভীরে মাছ-ভাতের প্রতি টান আজও অমলিন। প্রবাসে থাকা বাঙালিরাও মাছে ভাতে ফিরে যেতে চায়, খোঁজে একটুকরো ‘বাংলা’র স্বাদ।

সবশেষে বলা যায়, “মাছে ভাতে বাঙালি” শুধু একটি প্রবাদ নয়, এটি একটি জাতির আত্মপরিচয়, সংস্কৃতি, ও ভালোবাসার প্রতীক। যতই সময় এগিয়ে যাক, মাছ আর ভাত থাকবে চিরকাল বাঙালির হৃদয়ে, রসনায় ও ইতিহাসে। কারণ “মাছে ভাতে বাঙালি” এই একটি বাক্য যেন এক কবিতা, এক ছবি, এক জীবন। এতে আছে বাংলার আবহমান সংস্কৃতি, স্মৃতি, সুগন্ধ আর হৃদয়ছোঁয়া সহজতা। যতদিন বাংলা থাকবে, ততদিন বাঙালি তার ভাত-মাছকে ভালোবেসে যাবে- মা যেমন তার সন্তানের মুখে প্রথম গ্রাস তুলে দেন, তেমনি। এ এক প্রেম, যা কেবল পেটে নয়, প্রাণে বাজে।

মেহেরপুরের মুনজুর আলম ‘দ্য

হান্টার’ এর বিজয়গাঁথা

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত সীমান্তবর্তী জেলা মেহেরপুরের গাড়াবাড়িয়া গ্রামের এক তরুণ আজ আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের পতাকা উঁচু করে ধরেছেন। জীবন শুরু করেছিলেন মাঠের ধুলো, নদীর জলের মধ্যে; আজ তার গায়ে বয়ে যায় চ্যাম্পিয়নের ঘাম। তিনি মুনজুর আলম, যিনি ‘দ্য হান্টার’ নামে পরিচিত একজন মার্শাল আর্ট যোদ্ধা।

মাত্র ২৪ বছর বয়সেই তিনি নিজেকে দক্ষিণ এশিয়ার মিক্সড মার্শাল আর্টস (এম এম এ) অঙ্গনের একজন উদীয়মান ফাইটার হিসেবে তুলে ধরেছেন। তার লড়াইয়ের দক্ষতা, মানসিক দৃঢ়তা ও দেশের প্রতি ভালোবাসা আজ অনেক তরুণের জন্য এক প্রেরণার নাম।

২০১৪ সালে ইউটিউবে কনর ম্যাকগ্রেগর, খাবিব নুরমাগোমেদভদের লড়াই দেখে মুগ্ধ হয়ে নিজেই শুরু করেন অনুশীলন। তখন কোনো প্রশিক্ষক ছিলেন না, বন্ধুরাই ছিল সঙ্গী। খেলার মাঠ, নদীর পাড়, বাড়ির উঠান, যেখানে সুযোগ পেতেন সেখানেই চলত ছায়া অনুশীলন।

স্কুল থেকে ফিরে বসে যেতেন ইউটিউবে প্রতিটি ঘুষি, প্রতিটি কৌশল তার ভেতরে আগুন জ্বালিয়ে দিত। বিকেলে বেরিয়ে পড়তেন বন্ধুদের নিয়ে প্র্যাকটিসে। তখনই বুঝেছিলেন এটাই তার ভবিষ্যৎ।

মুনজুরের পরিবার তখনও জানতো না, তাদের ছেলেটা আস্তে আস্তে হয়ে উঠছে একজন লড়াকু যোদ্ধা। বন্ধুদের পেলেই শুরু করতেন ছায়াযুদ্ধ। নদীতে গোসল, মাঠে খেলা, বাড়ির উঠানে অনুশীলন সবই ছিল তার রুটিনের অংশ।

পরবর্তীতে তার এই প্যাশনকে রূপ দিতে পাশে দাঁড়ান প্রশিক্ষক রাজন হালদার লিটন। এরপর শুরু হয় প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ। প্রথম ক্লাব ছিল ‘কেজ রিউ এম এম এ’, বর্তমানে তিনি যুক্ত আছেন ঢাকার ‘হাবিব’স এম এম এ একাডেমি’ তে।

মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই মুনজুর অংশ নিয়েছেন দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মার্শাল আর্ট প্রতিযোগিতায়। আর জিতেছেন একের পর এক পদক ও স্বীকৃতি তার মধ্যে অন্যতম নকআউট নাইট আন্তর্জাতিক এম এম এ চ্যাম্পিয়নশিপ (২০১৮) স্বর্ণপদক, বুম আইপিএফএল ফাইট নাইট ১০ ও ১১ স্বর্ণপদক ,লাস্ট ম্যান স্ট্যান্ডিং ফাইট নাইট ২ স্বর্ণপদক, ওপেন এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপ রৌপ্যপদক,

ডাবল হর্স নকআউট ০০১ ডব্লিউ এম সি টাইটেল ফাইট বিজয়ী।

সবচেয়ে সাম্প্রতিকভাবে, ‘ডাবল হর্স নকআউট ০০১’ এ ভারতের অভিজ্ঞ যোদ্ধা আজহারউদ্দীন সুধীরকে পরাজিত করে জাজদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে শিরোপা জিতেছেন তিনি।

মুনজুর বলেন, “আমার এই পথচলায় সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে আমার পরিবার। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাহস আর সমর্থন দিয়েছেন আমার ফুফু মোছাঃ নারগিস খাতুন। কেউ যখন বলতো ‘তুই কী করবি এসব দিয়ে’, তখন তিনি বলতেন তুই মন থেকে কর, আমরা আছি তোর পাশে।”

তিনি আরও বলেন, “আমার বন্ধুদের কথাও না বললেই নয়। তারাই ছিল আমার প্রথম ফাইটিং পার্টনার। মাঠে, নদীতে, বাড়ির উঠানে, এমনকি স্কুল শেষে এক পাশে দাঁড়িয়ে আমরা প্র্যাকটিস করতাম। তারা যদি না থাকত, আমি হয়তো আজ এতদূর আসতে পারতাম না।”

মুনজুরের অনুপ্রেরণা এসেছিল কনর ম্যাকগ্রেগর, খাবিব নুরমাগোমেদভ এবং মোহাম্মদ আলীর মতো কিংবদন্তিদের কাছ থেকে। তবে এখন তার চোখ আন্তর্জাতিক র্যাঙ্কিংয়ে।

“আমি চাই, একদিন বাংলাদেশের পতাকা আন্তর্জাতিক মঞ্চে উড়ুক। এটা সহজ নয়, কিন্তু অসম্ভবও নয়। একজন তরুণের ইচ্ছা যদি দৃঢ় হয়, সে পাহাড়ও সরাতে পারে।” বলেন মুনজুর।

মুনজুর আলমের স্বপ্ন একটাই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়া। শুধু নিজের জন্য নয়, দেশের জন্য, মেহেরপুরের জন্য। তার চোখে ভাসে একটাই লক্ষ্য বাংলাদেশকে মার্শাল আর্ট দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করা।

মেহেরপুরের একটি অজপাড়া গ্রাম গাড়াবাড়িয়া থেকে উঠে এসে আন্তর্জাতিক রিংয়ে লড়ছেন একজন তরুণ এটাই প্রমাণ করে, স্বপ্ন কখনও সীমাবদ্ধতার মধ্যে আটকে থাকে না।

মুনজুর আলম এখন শুধুই একজন ফাইটার নন তিনি একজন যুব অনুপ্রেরণা। তার লড়াই, তার সাহস, তার অদম্য মনোবল প্রতিটি তরুণকে শেখায় “তুমিও পারো!”

প্রথম কোচ রাজন হালদার লিটনের স্মৃতিতে এখনো ভাসে সেই শুরুর দিনগুলো। তিনি বলেন, “আমি যখন মুনজুরকে প্রথম দেখি, তখনই বুঝেছিলাম এই ছেলেটা একদিন কিছু করে দেখাবে। আমি শুরু থেকে এখনো পর্যন্ত তার ওপর গর্ব করি।”

বর্তমান কোচ হাবিব পারভেজ বলেন, “কোনো সন্দেহ ছাড়াই মুনজুর আলম বাংলাদেশের অন্যতম সেরা ফাইটার। বাংলাদেশ এখন তাকে নিয়েই স্বপ্ন দেখতে পারে। আমরা আশা করি, তাকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হিসেবে দেখতে পাব।”

মুনজুরের মা বলেন, “আমি অনেক খুশি আমার ছেলের এমন অর্জনের জন্য। তবে কখনো ভাবিনি, আমার ছেলেটা একদিন দেশের নাম উঁচু করবে। ছোটবেলায় পড়ালেখা না করে সারাদিন শুধু ঝাঁপাঝাঁপি করত। তখন বুঝিনি, ওর ভেতরে লুকিয়ে আছে এত বড় প্রতিভা। সকলে আমার ছেলের জন্য দোয়া করবেন, যেন আরও বড় হতে পারে।”

বন্ধু ও সহযোদ্ধা হুসাইন কবির বলেন, “সে এখন বাংলাদেশের সেরা ফাইটার, এবং আমি বিশ্বাস করি, সে-ই হবে প্রথম বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আমাদের দেশ থেকে। সে শুধু আমার বন্ধু নয়, সে আমার অনুপ্রেরণা।”

ফুফু নারগিস আক্তার বলেন, “ছোটবেলা থেকেই মার্শাল আর্টে ভীষণ আগ্রহী ছিল মুনজুর। আমি বুঝেছিলাম, এই ছেলে একদিন অনেক দূর যাবে। আজ সে দেশের প্রতিনিধিত্ব করছে এটা ভাবলেই চোখে পানি চলে আসে।”

দুই প্রজন্মের দুই কোচ, মা, ফুফু ও বন্ধুর মুখে উচ্চারিত একটিই নাম মুনজুর আলম। দেশের গর্ব হয়ে ওঠা এই তরুণের গল্প শুধু ক্রীড়ার নয়, এটা স্বপ্ন দেখা এবং তা অর্জনের এক অনন্য উদাহরণ।